চৈত্রশেষ

অংশুমান কর

সন্ধে হয়
আলোকিত হয়ে ওঠে বাজার
আমি আর ঘরে ফিরতে পারি না
ফুচকা খাচ্ছে বালকবালিকারা
সরবতের দোকানে লম্বা লাইন
নতুন বছরের কাপড় কিনতে এসে ঠকে যাচ্ছি কিনা
বুঝে উঠতে চাইছে গাঁয়ের বউ
বর তার ঘড়ি দেখছে বারবার
সাতটায় ছেড়ে যাবে শেষ বাস
তৃপ্তি, এক পশলা বৃষ্টির মত, যেন হঠাৎ
ভিজিয়ে দিয়েছে সকলের চোখমুখ
আমার আর ঘরে ফিরতে ইচ্ছে হয়না
মনে হয়
আলোকিত এই স্বর্গে থেকে যাই
থেকে, ভুলে যাই
ওদিকে ঝরে পড়ছে পলাশ
আরো একবার চলে যাচ্ছে বসন্ত

নির্জনের জন্য সনেট : ১

ঋজুরেখ চক্রবর্তী

চোখের কুয়াশা থেকে যত দূরে মেঘের আকাশ,
যত দূরে বৃক্ষলোক ... নির্জন, তোমার অবকাশ
তত দূরে, আরও দূরে টেনে নিয়ে যাবে তাকে? শোকে,
বেদনায়, দুঃখে ক্ষোভে আলো দেবে বিপন্ন অন্ধকে?

অথচ আলোর কাছে, কথা ছিল, গাঢ় পরিত্রাণে
সবুজে সাজাবে তাকে, তুলে দেবে গানের সাম্পানে,
কানাকড়ি সম্বল জুটিয়ে দেবে, কথা ছিল তাও...
আঁধারে ভাসালো নৌকা... শপথও কি নৌকায় ভাসাও?

নৌকায় ভাসাও দেহ, তৎসহ অপঘাতও ভাসে।
ভাসে, ছেলেবেলা ভাসে, ভেসে যায় স্খলিত আশ্বাসে
লুকোচুরি খেলা শেষে পায়ে পায়ে উঠে আসা ধুলো...
কুমারী স্রোতের বুকে অস্ত যায় অন্তিম মাস্তুল!

নির্জন, অলক্ষে দেখো, অবিশেষ সাঙ্গ হবে বলে
মেঘের আকাশ নামে উপদ্রুত কুয়াশা অঞ্চলে!

নতুন ফুল

অনির্বাণ দত্ত

তোমার মতো আমি-ও কিছু
হাওয়ায় সাঁতার পারি।
গুচ্ছমুলের থেকে-ও নীচু
আকাশ আড়াআড়ি।

তোমার মতো-ই হাসতে হাসতে
মেঘের ভেতর আস্তে আস্তে
নোঙর খোলা জানি।
সমস্ত রোদ শূণ্য গভীর
মাখতে মাখতে নতুন শিশির
পাঁজর খুঁজে আনি।

সমস্ত দিন তোমার মতো
যেমন খুশী ইতস্তত,
একটি সকাল হারিয়ে ফেলে
রাত্রি নিতাম দুটি।
যদি এক বসন্ত পেরিয়ে গেলে
আমি-ও পেতাম ছুটি।